প্রস্তুতে:
মো. নাঈম হোসেন
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাবি ও
বিসিএস ভিউ প্রাইভেট প্রোগ্রাম

নতুন স্নায়ু যুদ্ধ (Neo cold war)

২০২২ সালে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে "নয়া স্নায়ুযুদ্ধ" ধারণার উদ্ভব হয়। কেননা এই যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার ভূমিকার চেয়ে চীনের ভূমিকা গুরুত্ব পায়। চীন ২০০১ সাল থেকেই মার্কিনবিরোধী বলয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে এবং রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ১২ দফা শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ২০১৮ সালে যখন ট্রাম্প বাণিজ্যযুদ্ধ ঘোষণা করে তখনই চীন-USA দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

☑ নয়া স্নায়ু যুদ্ধের ধারণা:

১. ২০১৯ সালে মার্কিন University of Southern California এর অধ্যাপক Steven Lamy এবং Rovert D. English নিম্নোক্ত বিষয়ে কৌশলগত অবস্থানের কারণে চীন ও USA-এর মধ্যে Neo Cold War বিরাজমান বলে ঘোষণা করেন।

বিষয়সমূহ:

i. Globalization (বিশ্বায়ন)
ii. Global Warming (বৈশ্বিক উষ্ণায়ন)
iii. Poverty Reduction strategy (বৈশ্বিক দারিদ্র বিমোচন কৌশল)
iv. Global imbalance (বৈশ্বিক অসমতা)
v. Practising of Populism (লোকরঞ্জনবাদের অনুশীলন)
vi. Security strategy (নিরাপত্তা কৌশল)

২. ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে World Economic Forum (WEF)-এর বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বলেন,

"বিশ্বে আবারও স্নায়ুযুদ্ধের ঘটনা ঘটতে পারে। এর বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ারি জানাচ্ছে চীন।"

☑ নয়া স্নায়ু যুদ্ধের যৌক্তিকতা:

০১. ২০২৪ সালের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে বাইডেনকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,দক্ষিণ চীন সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ এবং প্রবালপ্রাচীর নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বিরোধে যুক্তরাষ্ট্র যাতে না জড়ায় এবং অঞ্চলটিতে উস্কানি সৃষ্টির কোনও চেষ্টায় যেন তারা সহায়তা না করে।

০২. যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে নির্বাচনী প্রচারণার সময় ঘোষণা করেছেন।

০৩. ২০২৩ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তর USTR একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং বলে কোনো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান চীনে বাণিজ্য করতে পারবে না। যদি করে তাহলে তাকে উচ্চকর প্রদান করতে হবে এবং তাকে শাস্তির আওতায় আসতে হবে।

০৪. ২০২১ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং তার অভিষেক অনুষ্ঠানে বলেন, "বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার খড়্গ হতে চীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে এবং চীনের প্রতিযোগীদের সম্ভাব্য খারাপ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

০৫. ২০২৩ সালের জি-২০ সম্মেলনে ভারত প্রধানমন্ত্রী মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের IMEC ঘোষণা চীনকে বিরোধী করে তোলে।

০৬. ২০২৩ সালের জি-৭ সম্মেলনে চীনবিরোধী যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জি-৭ নেতাদের বিরুদ্ধে "আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নকারীর" অভিযোগ আনেন।

০৭. ২০২১ সালে চীন পশ্চিমাবিরোধী GDI বা Global Development Instiatives ঘোষণা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় USA G-7 নেতৃবৃন্দদের নিয়ে চীন বিরোধী B3W (Build Back Better World) ঘোষণা করেন।

০৮. তাইওয়ানকে USA চীন বিরোধী বলয় তৈরি করতে চাচ্ছে। যেখানে চীন তাইওয়ানকে নিজের অংশ মনে করে এবং One China Policy অনুসরণ করে।

০৯. চীনের নেতৃত্বে পশ্চিমাবিরোধী Global South এর উত্থান মার্কিন প্রতিযোগিতার কারণ।

☑ নব্য স্নায়ু যুদ্ধের আশংকা কেন?

পরস্পরকে প্রতিরোধ করতে পারস্পরিক কর্মসূচি

মার্কিন কর্মসূচি	চীনের কর্মসূচি
১. IMEC-2023 গঠন	১. Global Development Initiatives (GDI)-2021
২. Partnership in the Pacific Blue- 2022	২. BRICS Plus
৩. GPII	৩. Polar Silk Road
৪. I2U2 – 2022	৪. New Silk Road- 2013
৫. Quad Dialogue- 2007	৫. Made in China 2025 Plan
৬. AUKUS- 2021	৬. Himalayan Quad- 2019
৭. Trade War- 2018	৭. RCEP- 2020
৮. B3W- 2021	৮. CPEC with Pakistan (2017) & PTA with Iran (2016)
৯. IPAC-2020	৯. AIIB (2016)
১০. IPEF-2022	১০. Global North

০১. Palestine Issue:

১৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে জাতিসংঘে চীনের প্যালেস্টাইনে শান্তি প্রস্তাবে USA ভেটো দেয়। এর আগে চীন স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন দেখতে চায় বলে দাবি করে।

০২. যুক্তরাষ্ট্রকে 'সীমা' অতিক্রম না করার হুঁশিয়ারি চীনের:

চীনের প্রেসিডেন্ট শি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দক্ষিণ চীন সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ এবং প্রবালপ্রাচীর নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বিরোধে যুক্তরাষ্ট্র যেন না জড়ায় এবং অঞ্চলটিতে উস্কানি সৃষ্টির চেষ্টায় সায় না দেয়।তাইওয়ান, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও চীনের উন্নয়নের অধিকার- এই চার 'রেড লাইন' (সীমা) যুক্তরাষ্ট্র যেন অতিক্রম না করে সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সতর্ক করে দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

০৩. নতুন করে বাণিজ্য যুদ্ধের সম্ভাবনা :

ট্রাম্পের আগের মেয়াদে চীনের ওপর আমদানি শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছিল। এবারও অনেকে আশঙ্কা করছে যে তিনি চীনের সঙ্গে নতুন করে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করতে পারেন। ট্রাম্প বাইরের দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ শতাংশের একটি সর্বজনীন আমদানি শুল্ক আরোপের কথা বলে রেখেছেন। আর চীনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে বলেও জানিয়ে রেখেছেন।

০৪. প্রযুক্তি যুদ্ধ:

চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একটা প্রযুক্তি যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেতে পারে।মার্কিন বাজারে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল, সোলার উপকরণ, মোবাইল ফোন প্রযুক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন বড় বাধার মুখে পড়বে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল, চীনকে একটি প্রযুক্তিগত পরাশক্তিতে পরিণত করা। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় এখন তার ওই পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে মনে হচ্ছে।

০৫. চীনের হাইব্রিড যুদ্ধের কৌশল

এক দশকের বেশি সময় ধরে চীন ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক হাইব্রিড যুদ্ধের কৌশল ব্যবহার করে দক্ষিণ চীন সাগরে তার ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে আসছে। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের জন্য এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে।

০৬. ফিলিপাইনের নিরাপত্তা

চীন ধীরে ধীরে ফিলিপাইনের নিরাপত্তা খর্ব করেছে। এমনকি ফিলিপাইনের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (ইইজেড) মধ্যকার জায়গাতেও ফিলিপাইনের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করেছে। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ফিলিপাইনকে 'অটল' প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে।২০১২ সালে চীন ফিলিপাইনের কাছ থেকে বিরোধপূর্ণ স্কার্বোরো শোল নামের একটি দ্বীপ দখল করে নিলেও ওবামা চীনকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি।ফিলিপাইনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি আছে। এ কারণে চীনের এই আচরণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু ওবামা, ট্রাম্প এবং জো বাইডেনএই তিন প্রশাসনই ফিলিপাইনের প্রতি সমর্থনসূচক বিবৃতি দেওয়া ও কিছু প্রতীকী পদক্ষেপ নেওয়ার বাইরে কিছুই করেনি।

০৭. চিপযুদ্ধ (Semiconductor দ্বন্দ্ব):

বর্তমানে চিপের বাজার (4IR এর জন্য) ৫০০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩০ সাল নাগাদ ১০০০ বিলিয়ন ডলার হবে। ইতোমধ্যে USA, Taiwan, South Korea, Singapore এ চারটি দেশ মিলে চিপ-৪ গঠন করেছে।

০৮. লাতিন-আমেরিকা ইস্যু:

২০০০ সালে লাতিন আমেরিকায় চীনের বাণিজ্য ছিল ১.২ বিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৫ বিলিয়ন ডলার (এখানে– চীনের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে চিলি, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর ও পেরুর সাথে) এই অঞ্চলের পানামা USA'র সবচেয়ে মিত্র দেশ। চীন পানামার দিকেও হাত বাড়িয়েছে। তাই USTR চীনা নীতিতে পরিবর্তন এনেছে।

০৯. MERCOSUR:

১৯৯১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার ৪টি দেশ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে MERCOSUR নামক বাণিজ্য জোট গঠন করে। ২০০০ সাল থেকে EU ও USA এই চারটি দেশের সাথে FTA (Free Trade Agreement) করার আলোচনা চালিয়েও তা অনুমোদন করতে পারেনি। ইতোমধ্যে চীন স্বাক্ষর করেছে।

১০. BRICS এর নয়া উত্থান:

চীনের পরামর্শে ২০১৯ সালে ১১টি দেশ নিয়ে BRICS PLUS গঠন করা হয়। এর মধ্যে ৬টি দেশকে ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি ব্রিক্স এর সদস্যপদ প্রদান করা হচ্ছে। এ সিদ্ধান্ত পশ্চিমাদের অস্বস্তির কারণ।

১১. চীন থেকে মার্কিন বিনিয়োগ সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত:

USTR ২০২৩ সালের আগস্টে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা চীনে মার্কিন বিনিয়োগ সরিয়ে নিবে। অর্থাৎ চীনে বিনিয়োগ করে মার্কিন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকারী পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

১২. ডলারের আধিপত্য কমাতে চীনা নীতি:

- চীন ইগলু নামক বৈশ্বিক মুদ্রা ঘোষণা করেছে।
- BRICS pay নামক একটি প্লাটফর্ম তৈরি করেছে যাতে BRICS ভুক্ত দেশসমূহ লেনদেন করতে পারে।

১৩. মার্কিন Great Power Competition কর্মসূচি:

২০১৮ সালে চীনের দৌরাত্ম হ্রাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের State Department এই নীতি ঘোষণা করে।

১৪. PGII ও GDI:

Partnership for Global Infrastructure and Investment Fund (PGII) গঠন করে G-7 ভুক্ত দেশসমূহ। অপরদিকে চীন গঠন করে GDI (Global Development Initiative).

১৫. শক্তি অর্জন:

চীন খুব দ্রুত ক্রমবর্ধমান সম্পদ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও সামরিক শক্তি অর্জন করছে যা যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়।

১৬. মুসলিম বলয়ে চীনা আধিপত্য:

সৌদিতে ৭০% বিনিয়োগ চীনের। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল ক্রয়ে ও ইরানে বাণিজ্যে শীর্ষ দেশ চীন হওয়ায় মার্কিন রোষানলে চীন।

১৭. আফ্রিকায় চীনের প্যালেস কূটনীতি:

আফ্রিকান আরবদেশ যেমন মিশর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলবেনিয়া, মরোক্কেতে চীনের Palace Diplomacy চালু আছে, যা মার্কিন নেতৃত্বাধীন Global North কে উস্কে দেয়।

১৮. মার্কিন বিরোধী বলয়ে চীনের অংশগ্রহণ:

- আফগানিস্তানে তালেবান সরকার গঠনকালে আমন্ত্রিত ৬টি দেশের ১টি হলো– চীন।
- ইরানের সাথে চীনের ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে চীনের রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান।

১৯. ইউরোপে অংশীদারিত্ব :

- ইউরোপে জ্বালানির ২৫-৩৮% পূরণ করে– রাশিয়া।
- ইউরোপে বাণিজ্যের বৃহত্তর অংশীদার– চীন।

অথচ European Uuion এবং USA এর মধ্যে ১৯৯০ এর দশক থেকে Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) কর্মসূচি রয়েছে।

২০. চীনের Polar Silk Road ঘোষণা:

২০১৮ সালে চীন আর্কটিক (Arctic) অঞ্চলে Polar Silk Road করার ঘোষণা দেয়। চীন ও গ্রিনল্যান্ডের মধ্যে Polar Connectivity Treaty স্বাক্ষরিত হয়। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেয়ার জন্য ডেনমার্ককে প্রস্তাব দেয়।

২১. চীনের Flagship Diplomacy:

বিভিন্ন দেশের বন্দর তৈরিতে ঋণের ফাঁদে ফেলে সে সব বন্দর চীনের দখল করা। ইতোমধ্যে ঋণের ফাঁদে ফেলে শ্রীলংকার হাম্বানাতোতা বন্দর, পাকিস্তানের গোয়েদার বন্দর, কেনিয়ার মমবাসা বন্দর ও মিয়ানমারের সিত্তে বন্দর দখল করেছে চীন।

২২. যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট পাওয়ার কম্পিটিসন:

ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' লিপ্ত থাকার সুযোগে চীন ও রাশিয়া ভূ-রাজনৈতিকভাবে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ অবস্থায় ২০১৮ সালে নতুন কৌশলগত মতবাদ সামনে আনে যুক্তরাষ্ট্র, যার শিরোনাম ছিল ***'গ্রেট পাওয়ার কম্পিটিশন'***, যা আদতে এক ধরনের স্নায়ু যুদ্ধ।

❖ **হোয়াইট হাউজের নিরাপত্তা কৌশলগত গাইডলাইন-২০২১:**

২০২১ সালের গাইডলাইন থেকে জানা যায় ক্রমবর্ধমান সম্পদ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও সামরিক শক্তির কারণে ভূ-রাজনীতির খেলায় যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা হয় শুধু চীনকে।

❖ **B3W:**
২০২১ সালে জি-৭ সম্মেলনে জো বাইডেন চীন বিরোধী Build Back Better World কর্মসূচির ঘোষণা করে।

❖ **যদি Specific ভাবে দুই দেশের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব আসে:**

USA	China
1. IPEF	RCEP
2. B3W	BRI
3. WB/ADB	AIIB/NDB
4. PGII	GDI
5. USTR Policy	Currency Policy of China

❖ **ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বললে:**

USA	China
IPS – 2013	String of Pearls Policy – 2016
1_2U_2 – 2022	Himalayan Quad – 2019
AUKUS – 2021	Polar Silk Road
IMEC	Palace Diplomacy

দুই দেশের অভিন্ন অবস্থান

অন্তত নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে চীন- যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের সাদৃশ্যতা রয়েছে–

১. **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়:** বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের ৪৫% নিঃসরণ করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র। চীন-যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত ১৩ বার বৈঠক করেছে জলবায়ু নিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই সকল বৈঠক থেকে কোন কিছুই অর্জিত হয়নি।

২. **অস্ত্র প্রতিযোগিতা:** চীনের সম্প্রতি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসনকে।

৩. **দারিদ্র্য বিমোচন:** মার্কিন MCC ও চীনের GDI উভয় প্রকল্পে প্রাধান্য পেয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন।

B3W vs BRI

Build Back Better World, B3W	Belt and Rad Initiatives, BRI
➢ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য G-7 এর অবকাঠামোগত সহায়তা কর্মসূচি।	➢ সমুদ্রপথ, রেলপথ, রাস্তাঘাট এবং শিল্প নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চীনকে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের সাথে যুক্ত করার কর্মসূচি
➢ ২০২১ সালে G-7 সম্মেলনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে B3W	➢ চীন ২০১৩ সালে BRI চালু করেছে।
➢ প্রাথমিক তহবিল ৪ লাখ কোটি ডলার বা ৪০ ট্রিলিয়ন ডলার।	➢ ২০১৪ সালে শি জিন পিং ৪০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের ঘোষণা করেন বা ট্রিলিয়ন ডলারের প্রকল্প।
➢ বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের প্রভাব মোকাবিলা।	➢ Chequebook Diplomacy'র মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করা।
➢ অংশীদারিত্ব – জি-৭ ভুক্ত ৭টি দেশ।	➢ অংশীদারিত্ব-ইতিমধ্যেই ১৪০টির ও বেশি দেশ এই প্রকল্পে চীনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।
➢ এখনো আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়নি।	➢ চীনের BRI পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশের রেল, সড়ক ও বন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।
➢ অর্থায়ন স্পষ্ট নয়।	➢ অর্থায়ন স্পষ্ট।
➢ নেতৃত্বে- যুক্তরাষ্ট্র	➢ নেতৃত্বে- চীন
➢ জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল প্রযুক্তি, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতিতে ফোকাস করে।	➢ কৌশলগত অবকাঠামো বিনিয়োগ ও উন্নয়নে ফোকাস করে।
➢ B3W এর কোন সঠিক পরিকল্পনা নেই।	➢ মিশর, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, শ্রীলংকাকে ঋণের ফাঁদে ফেলেছে চীন।
➢ জার্মানি, ইতালি এবং যুক্তরাজ্য B3W কে BRI এর বিকল্প মনে করে।	➢ চীন নিজেই অর্থায়ন করে তাই প্রকল্পের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে না।
➢ জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য চীনের অন্যতম বাণিজ্য অংশীদার। তাই B3W কে এগিয়ে নেয়া কঠিন হবে।	➢ BRI প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে চীনের কোন বেগ পেতে হবে না।
➢ এখনো ব্যয় শুরু হয়নি।	➢ ২০১৩-২০২০ পর্যন্ত চীন ব্যয় করেছে ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার।
➢ B3W, BRI এর চেয়ে উচ্চতর মানের হবে।	➢ চীনের এই কর্মসূচি দরিদ্র দেশগুলোর ওপর ঋণের বোঝা

	চাপিয়ে দিচ্ছে, যা তারা শোধ করতে পারছে না।
➢ এ পরিকল্পনার আওতায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অবকাঠামো খাতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে তহবিল দেয়া হবে।	➢ বিভিন্ন দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কৌশলগত বিনিয়োগ করে।
➢ **ভিত্তি:** মূল্যবোধসম্পন্ন, উচ্চমানের স্বচ্ছ অংশীদারিত্ব।	➢ **ভিত্তি:** কানেকটিভিটি

Global South [***]

'GIVING A VOICE TO THE GLOBAL SOUTH is the way forward.'

.....Indian PM Modi.

গ্লোবাল সাউথ বা বৈশ্বিক দক্ষিণ শব্দটি সাধাণরত জাতিসংঘের অন্তর্গত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বোঝায়। যদিও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন। আছে বেশ কয়েকটি ধনী উপসাগরীয় দেশ। গ্লোবাল সাউথভুক্ত দেশগুলোকে কখনও বলা হয় উন্নয়নশীল, কখনওবা কম উন্নত কিংবা অনুন্নত। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইসরাইল ছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোই গ্লোবাল সাউথের দেশ। অপরদিকে গ্লোবাল নর্থ হলো উত্তর গোলার্ধের ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ।

Global South:

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে North-South GAP এর ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৬৪ সালে UNCTAD প্রতিষ্ঠার পর উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে G-77+China গঠন করা হয়। এখানে ৭৮টি উন্নয়নশীল দেশকে Global South এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

১৯৬৯ সালে সমাজবিজ্ঞানী Prof Prioton Oglosly সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে Global South- এর ধারণা দেন। ১৯৮০'র দশকে জার্মান চ্যান্সেলর ভিলি ব্রান্ডট মাথাপিছু জিডিপির ভিত্তিতে উত্তর- দক্ষিণ বিভাজন করেন। আর এই বিভাজনের আলোকেই Global South এর ধারণা বিকশিত হয়।

নয়াদিল্লি ভিত্তিক Council for Strategic and Defense Research এর মতে,

"গ্লোবাল সাউথ হলো একই সময়ে ব্যতিক্রমসহ একটি ভৌগোলিক, ভূ-রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও উন্নয়নমূলক ধারণা।"

Global South এর নেতৃত্বে রয়েছে– চীন, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, ইরান ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশ।

Global South এর বৈশিষ্ট্য:

১. Global South এর দেশগুলো দীর্ঘদিন উপনিবেশিক শক্তির অধীনে থেকে নিজেদোর সম্পদ হারিয়েছে।
২. মাথাপিছু আয় ১৫ হাজার ডলারের নিচে।
৩. এরা বেশিরভাগ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। তবে সাধারণত দরিদ্র, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ।
৪. এই দেশগুলোতে বড় আকারে আয় বৈষম্য রয়েছে। একই সঙ্গে সেসব দেশের মানুষের গড় আয়ু কম।

Global North:

উত্তর গোলার্ধের ঔপনিবেশিক শক্তি ও উন্নত দেশগুলোই Global North এর দেশ। ওশেনিয়া মহাদেশের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং এশিয়া মহাদেশের জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইসরাইলসহ USA, Canada, EU এর দেশগুলো Global North এর অন্তর্ভুক্ত।

Global North এর বৈশিষ্ট্য:

১. 'গ্লোবাল নর্থ'-এর মানুষের তুলনামূলক জীবনযাপন আরামপ্রদ।
২. 'গ্লোবাল নর্থ' হলো ধনী দেশ, যেগুলো প্রধানত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থিত।
৩. এসব দেশের মাথাপিছু জিডিপি ১৫ হাজার ডলারের উপরে
৪. জাতিসংঘ বর্তমানে ৬৭টি দেশকে উন্নত হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

Global South ধারণার নতুন রূপে বিকাশ:

ইউক্রেনে রুশ আক্রমণকে ঘিরে বিশ্বে মেরুকরণ ঘটেছে। বৈশ্বিক দক্ষিণের ৫০টির বেশি দেশ জাতিসংঘে ইউক্রেন প্রশ্নে ভোটদানে বিরত থাকে। এই যুদ্ধের ফলে জ্বালানির দাম বেড়েছে, খাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। কোভিড সংকটের সময় তারা দেখেছে, পরাশক্তির ওপর আর নির্ভর করা যায় না। এই উপলব্ধি থেকেই বৈশ্বিক দক্ষিণের নীতিগত 'নিরপেক্ষ' অবস্থান। এই নয়া কৌশলগত সমীকরণে নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

Global South এর গুরুত্ব:

১. Global South এর দেশগুলোর GDP দিন দিন বাড়ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ ক্রয়ক্ষমতায় বিশ্বের শীর্ষ যে ৪টি দেশ (চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং USA) হবে তার মধ্যে Global South এর দেশ হবে ৩টি। দেশগুলো হলো– চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া। এছাড়াও ২০৩০ সাল নাগাদ BRICS ভুক্ত দেশগুলোর জিডিপি G-7 ভুক্ত দেশের জিডিপিকে ছাড়িয়ে যাবে।

২. সম্প্রতি Global South এর দেশগুলোর বৈশ্বিক সংকট নিরসনে ভূমিকা বাড়বে। ইতোমধ্যে তার নজির স্থাপন করেছে। যেমন–
   - যুক্তরাষ্ট্র- তালেবান সংকট সমাধানে মধ্যস্থতাকারী– কাতার
   - সৌদি- ইরান সংকট সমাধানে মধ্যস্থতাকারী– চীন
   - রাশিয়া-ইউক্রেন এর মধ্যে শস্য চুক্তি স্বাক্ষরে মধ্যস্থতাকারী– তুরস্ক
   - রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে শান্তি প্রস্তাব দিয়েছে– চীন ও ব্রাজিল
   - ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকট সমাধানে শান্তি সম্মেলন করেছে– মিশর
   - চলমান গাজা সংকটে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার দাবি করেছে– চীন।

৩. G-20 সম্মেলনে African Union কে সদস্যপদ প্রদান।

৪. ইসরায়েল-হামাস সহিংসতার ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে,তাতে ধারণা হয়েছে বৈশ্বিক দক্ষিণে একই স্বরে কথা বলার সামর্থ্য রয়েছে।

সমসাময়িক ইস্যুতে Global South:

০১. Global South ও Rushia-Ukraine যুদ্ধ:

- জাতিসংঘে ভোটাভুটিতে ৫০টি দেশ নিরপেক্ষ ছিল।
- Ukraine Defense Contract Group- এ ৫৪টি দেশের মধ্যে Global South এর দেশ মাত্র ৩টি– তিউনেশিয়া, লাইবেরিয়া ও কেনিয়া।
- কোভিড সংকটের সময় দক্ষিণের দেশগুলো বুঝতে পেরেছে সংকটে Global North এর দেশগুলো পাশে থাকে না। তাই তারা ইউক্রেন–রাশিয়ার যুদ্ধে কোনো পক্ষের সাথে যুক্ত হয়নি।
- Global South এর দেশগুলো ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সময় তীব্রভাবে 3F Crises এর মুখোমুখি হয়েছে।
- রাশিয়ার কূটনীতিকরা যুদ্ধকালীন ব্যবসা, বাণিজ্য, ৩১টি দেশকে নিয়ে মুদ্রা (রুবল) বলয় তৈরি ও রাশিয়ার কূটনীতিকদের সফরে গুরুত্ব পেয়েছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলো।
- পশ্চিমাদের নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞায় ও অবরোধে রাশিয়ার অর্থনীতি যখন পঙ্গু হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে, তখন বিরাজমান বাজারের সম্প্রসারণ ও নতুন বাজারের সন্ধান করার জন্য গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোকে বেছে নিয়েছে দেশটি।

০২. BRICS ও Global South:

- BRICS হলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বর। Global South এর নেতৃত্বে যেসব দেশকে ভাবা হয় সেসব দেশ BRICS ভুক্ত।
- ২০২৪ সালে ১১ সদস্যের BRICS খুবই শক্তিশালী হবে। ইতোমধ্যে ৪০টি দেশ ব্রিক্সের সদস্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।
- বৈশ্বিক জনসংখ্যা, ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতির বড় ক্রীড়নক হবে ব্রিক্স।
- বৈশ্বিক অর্থ সংস্থানের অন্যতম প্রতিযোগী হবে BRICS এবং NDB বিকল্প হবে IMF- এর।

০৩. গাজা যুদ্ধে গ্লোবাল সাউথ

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় যে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও গ্লোবাল সাউথ খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। গ্লোবাল সাউথ ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার যখন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে চতুর্থবারের মতো ভেটো প্রদান করেছে।

Global South এর নেতৃত্বে চীনের উত্থান:

০১. চীনের BRI ও অন্যান্য উদ্যোগ:

চীন ইতিমধ্যে তাদের প্রণীত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এ ছাড়া তারা গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ও গ্লোবাল সিভিলাইজেশন ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে বিশ্বের আন্তর্জাতিক কাঠামোকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছে। এটা মূলত চীনের নেতৃত্বেই হবেড়এমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

০২. গ্লোবাল সাউথের নেতা হওয়ার জন্য চীনের কৌশল:

গ্লোবাল সাউথের নেতা হওয়ার জন্য নিজেকে উন্নত দেশ হিসেবে দেখানোর চেয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উপস্থাপন করছে। গ্লোবাল সাউথের নেতা হওয়া আর এই জোটের কণ্ঠ উচ্চে তুলে ধরাই এখানে মূল লক্ষ্য।

০৩. চীনের আফ্রিকা নীতি:

- ► **Palace Diplomacy:** আফ্রিকায় অবকাঠামো ও অট্টালিকা নির্মাণ করে চীন দারিদ্র্য দূরীকরণে ও বিনিয়োগে ভূমিকা রাখছে।
- ► **আফ্রিকায় ব্যবসা:** বর্তমানে আফ্রিকায় চীনের বার্ষিক বাণিজ্য হিস্যা ১৪০ বিলিয়ন ডলার। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ২৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।

০৪. Check book Diplomacy বা ঋণ কূটনীতি:

চেকবুক ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে চীন ঋণ প্রদান করে বাজার দখলের চেষ্টা করে। এছাড়া চীনের BRI প্রজেক্টের জন্য বন্দর ইজারা কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

০৫. দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব:

- ► শ্রীলংকার হামবানাটোটা বন্দর ও পাকিস্তানের গদার বন্দর ইজারা নিয়েছে চীন।
- ► নেপালে ৩টি বামপন্থী রাজনৈতিক দলকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছে।
- ► পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নেপালকে নিয়ে চীন Himalayan Quad গঠন করেছে।
- ► ভুটানের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রতিবেশী দেশের সাথে করা BBIN চুক্তি থেকে ২০১৭ সালে ভুটান ত্যাগ করে।
- ► বাংলাদেশে বিনিয়োগ, বাণিজ্য, রপ্তানি, অবকাঠামো নির্মাণ ও শেয়ার বাজারে চীনের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে।

০৬. মধ্যপ্রাচ্যে চীনের আধিপত্য:

- ► ইরান ও সৌদির বিরোধ মীমাংসা করে– চীন
- ► মধ্যপ্রাচ্যে কোভিডকালীন টিকা সরবরাহ করে– চীন।
- ► মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে ইরান, কুয়েত ও উপসাগরীয় দেশসমূহে জ্বালানি সরবরাহে শীর্ষ দেশ– চীন।
- ► সৌদি আরবে বনায়ন কর্মসূচির অন্যতম সহযোগী– চীন।
- ► সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহে ভূমিকা রাখছে– চীন।
- ► ইরান ও লেবাননে বৃহত্তর অস্ত্রসরবরাহকারী দেশ– চীন।

০৭. Global South এর নেতৃত্ব লাভে চীন ও ভারতের প্রতিযোগিতা:

- ► ইতোমধ্যে ভারত বিশ্ব জনবহুল দেশ হিসেবে চীনকে টপকে গেছে। জনবহুল দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভে Global South এর সমর্থন চাচ্ছে।
- ► চীনের ঋণনীতির কারণে শ্রীলংকা ও পাকিস্তান ব্যর্থ হয়েছে বলে ভারতীয় গণমাধ্যম প্রচার করে, যা চীনকে বিব্রত করে।
- ► শ্রীলংকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে চীন, IMF বা WB থেকে বেশি ভূমিকা রেখেছে ভারত। ভারত ৩.৮০ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্রদান করে। সেখানে IMF ২.৯০ বি. ডলার এবং বিশ্বব্যাংক ৭০০ মি. ডলার সহায়তা প্রদান করে।
- ► ভারত ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ভার্চুয়ালি Voice of Global South Summit আয়োজন করে যেখানে চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।
- ► G-20 সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেকে Global South Leader হিসাবে ঘোষণা করেন।
- ► ভারতের জোর দাবিতে AU কে G-20 এর সদস্যপদ প্রদান করা হয়।
- ► China Global South Project website এর সম্পাদক এরিক ওল্যান্ড বলেন,

  "চীন অবশ্যই ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করে,
  বিশেষ করে এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও নয়াদিল্লির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে।"
- ► চীনের নতুন মানচিত্রে ভারতের অরুণাচলকে চীন নিজেদের বলে দাবি করে।

সবদিক বিবেচনা করে উন্নয়ন, অর্থায়ন, বাণিজ্য ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে Global South বেইজিংয়ের সাথে নয়াদিল্লির ইতিবাচক সম্পর্ক ভালো ফল দিবে।

Global South এর Leader Russia হতে চায় কি না? – হ্যাঁ।

- ➢ **স্মৃতি কূটনীতি (Memory Diplomacy):** ইউক্রেনে পশ্চিমা শক্তি ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে রাশিয়া। এই দাবি করে গ্লোবাল সাউথ বা বৈশ্বিক দক্ষিণের মন জয় করতে চেষ্টা করছে রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে রাশিয়ার কূটনীতিকেরা অসংখ্যবার সফর করেছেন। ২০২৩ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত রাশিয়ার কর্মকর্তারা আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, বুরুন্ডি, ইরিত্রিয়া, ইসওয়াতিনি, কেনিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সুদান সফর করেছেন। আফ্রিকায় রাশিয়া নিজেদেরকে 'উপনিবেশবাদবিরোধী' সংগ্রামের স্বপক্ষের শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করছে।
  রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া ও কিউবা সফর করেছেন। দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে সমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্য থেকেই মস্কোর এই কূটনৈতিক উদ্যোগ। মস্কোর এই কৌশলকে 'স্মৃতি কূটনীতি' বলা যায়।

- **রুবল চালু:** সম্প্রতি রাশিয়া ৩১টি দেশকে বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করে রুবল মুদ্রায় লেনদেনের ঘোষণা দেয়। এই দেশগুলো বৈশ্বিক দক্ষিণের (Global South)- এর দেশ।
- রাশিয়ার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোতে গ্লোবালের অবদান:প্রেসিডেন্ট পুতিন পশ্চিমাদের আরোপ করা নজিরবিহীন অবরোধ পাশ কাটিয়ে গ্লোবাল সাউথভুক্ত দেশগুলোয় তার পণ্য রপ্তানির নতুন বাজার সৃষ্টিতে বা বিরাজমান বাজার সম্প্রসারণে পুরোপুরি সফল। ভারত, চীন, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম এশিয়া ইত্যাদি অনেক দেশ, রাশিয়া থেকে ব্যাপক মাত্রায় আমদানি করেছে। এর একটি বিরাট অর্থ আছে।এর অর্থ হলো, ইউক্রেন যুদ্ধ বিষয়ে গ্লোবাল সাউথ, পশ্চিমাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ন্যাটোর সম্প্রসারণই যে পুতিনের 'বিশেষ মিলিটারি অপারেশন'-এর মূল কারণ্এই পুতিনীয় ব্যাখ্যা তারা গ্রহণ করেছে।
- অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও আদর্শিকভাবেও রাশিয়া গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছে।
- মুদ্রা (রুবল) উত্থান।
- রাশিয়া'র কূটনীতিকদের আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা ভ্রমণ।
- ইউক্রেন–রাশিয়া সংঘাতে রাশিয়ার বিপক্ষে ভোটদানে বিরত থাকতে প্রস্তাব।
- SWIFT এর বিকল্প হিসেবে SPFS ব্যবহার।

Global South ধারণা সফল হলে দেশগুলোর লাভ:

০১. **দরকষাকষির সুযোগ:** বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছে যে বর্তমান উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার ওপর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারলে তাতে তারা লাভবান হবে। বৈশ্বিক দক্ষিণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে আরও সক্ষম হয়ে উঠবে।

০২. **Multipolar World সৃষ্টি:** একমেরুকেন্দ্রিক (Unipolar) বা দ্বিমেরুকেন্দ্রিক (Bipolar) বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে পৃথিবী বহুমেরুকেন্দ্রিক **(Multipolar)** হবে।

০৩. **উপনিবেশিক শক্তির প্রভাব হ্রাস:** ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে পৃথিবী সরে আসবে এবং উদারবাদী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠবে।

০৪. **বিশ্ব ব্যবস্থার ধারণার অবলুপ্তি ঘটবে:** অনুন্নত বিশ্ব, ৪র্থ বিশ্ব, ৩য় বিশ্ব, উন্নয়নশীল বিশ্বের ধারণার অবলুপ্তি ঘটবে।